ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৮৩৪
উদয়পুর, ২১ জুলাই, ২০২৫

গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি সুবিধাভোগীদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে হবে ঃ পঞ্চায়েত মন্ত্রী

গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি সুবিধাভোগীদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়ার উপর পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মণ গুরুত্বারোপ করেছেন। আজ গোমতী জেলা পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স হলে আয়োজিত পঞ্চায়েত দপ্তরের গোমতী জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী কিশোর বর্মণ বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা যাতে সমাজের সব অংশের মানুষ যথাযথভাবে পেতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ণের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে প্রাপ্ত অর্থে গোমতী জেলায় নানা উন্নয়নমূলক কাজ চলেছে। ইতিমধ্যে চন্দ্রপুর কলোনী গ্রাম পঞ্চায়েতে শ্মশান, ইচাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে শৌচালয়, কুঞ্জবন এবং গর্জি গ্রাম পঞ্চায়েতে পানীয় জলের ট্যাংক, ইন্দিরানগর গ্রাম পঞ্চায়েতে কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এতে মোট ব্যায় হয়েছে ১৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। এছাড়া মাতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন পানীয় জলের ট্যাংক, পালাটানা এবং রাণী গ্রাম পঞ্চায়েতে গেট ও বাউন্ডারি ওয়াল, টেপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ চলছে। তিনি জানান চলতি অর্থবর্ষে টাইড এবং আনটাইড খাতে এখন পর্যন্ত ৩৯ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর মধ্যে ১৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার নানাজি দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার হিসাবে ৫ কোটি টাকা গোমতী জেলাকে প্রদান করেছে। এই অর্থ দিয়ে গোমতী জেলায় উন্নয়নমুলক কাজ চলছে। এর মধ্যে গোমতী জিলা পরিষদের অফিস এবং কনফারেন্স হল সংস্কারের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা, ৬০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ৩ লক্ষ টাকা করে মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ, ৭২৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্য ২৭ লক্ষ, ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ১ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে বলে তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রী মডেল ভিলেজ প্রকল্পে গোমতী জেলার ৮টি ব্লকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কাউন্সিলকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে মোট ১৬ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার, জেলার বিভিন্ন ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের, পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকর্তা প্রসুন দে, জেলার অন্তর্গত ৮টি ব্লকের বিডিওগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ।

****